আমাদের সময়

তারিখ ... 16 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ...১২... কলাম ...৪...

### পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা

# ৭ বছরে শিক্ষার্থী বেড়েছে ১৩ লাখ

এম এইচ রবিন ●

প্রাথমিক ও এবতেদায়ির ৫ম শ্রেণির শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় সাত বছরে শিক্ষার্থী বেড়েছে ১৩ লাখ। ফলের সূচক উঠেছে প্রায় শতভাগ। আগামী ২২ নভেম্বর শুরু হবে সমাপনী পরীক্ষার সপ্তম আসর। এ পরীক্ষায় অংশ নেবে ৩১ লাখ কোমলমতি শিশু।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, আগামী ১৮ নভেম্বর (বুধবার) মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তুতিসহ সার্বিক বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন করবেন। এতে উপস্থিত থাকবেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মেজবাহ-উল আলম, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আলমগীর, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (ন্যাপ) মহাপরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

চলতি বছর সমাপনী পরীক্ষা শুরু হচ্ছে আগামী ২২ নভেম্বর, চলবে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত। পরীক্ষার সূচি অনুযায়ী প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত পরীক্ষা হবে।

প্রাথমিক সমাপনীর সূচি : ২২ নভেম্বর ইংরেজি, ২৩ নভেম্বর বাংলা, ২৪ নভেম্বর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, ২৫ নভেম্বর প্রাথমিক বিজ্ঞান, ২৬ নভেম্বর ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা এবং ২৯ নভেম্বর গণিত।

এবতেদায়ি সমাপনী সূচি : ২২ নভেম্বর ইংরেজি, ২৩ নভেম্বর বাংলা, ২৪ নভেম্বর পরিবেশ পরিচিতি সমাজ/পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান, ২৫ নভেম্বর আরবি, ২৬ নভেম্বর কোরআন ও তাজবিদ এবং আকাঈদ ও ফিকহ এবং ২৯ নভেম্বর গণিত।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের (পরিচালক প্রশাসন) শামস্ উদ্দিন আহমদ গতকাল আমাদের সময়কে জানান, এ বছর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নেবে ৩১ লাখ শিক্ষার্থী। সারা দেশে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, প্রাথমিক ও এবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নেওয়া এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৫

## ৭ বছরে শিক্ষার্থী

(শেষ পৃষ্ঠার পর) পরীক্ষার্থীদের সংখ্যাও দিন-দিন বাড়ছে। পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ২০০৯ সালে। প্রথমবার সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নেয় ১৮ লাখ ২৩ হাজার ৪৬৫ জন। পরের বছর শুরু হয় মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের জন্য এবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষা। ২০১০ সালের প্রাথমিক ও এবতেদায়ি সমাপনীতে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মোট ২৪ লাখ ৮৮ হাজার ১৪৮ জন। ২০১১ সালে দুই পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ২৬ লাখ ৩৭ হাজার ২৩৫ জন। ২০১২ সালে প্রাথমিক ও এবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ২৯ লাখ ৬৯ হাজার ৩৯৩ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। গত বছরও অংশ নিয়েছিল ৩১ লাখ শিক্ষার্থী। সমাপনীর প্রথম আসরে ১৮ লাখ শিক্ষার্থী দিয়ে শুরু হয়ে সাত বছরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩১ লাখে।

খুদে শিক্ষার্থীদের এই পরীক্ষায় ফলের সূচক উঠেছে শতভাগের কাছাকাছি। ২০০৯ সালে প্রাথমিক সমাপনীতে ৮৮ দশমিক ৮৪ শতাংশ, ২০১০ সালে ৯২ দশমিক ৩৪ শতাংশ, ২০১১ সালে ৯৭ দশমিক ২৬ শতাংশ। ২০১২ সালে ৯৭ দশমিক ৩৫ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করে। ২০১৩ সালে ৯৮ দশমিক ৫৮ শতাংশ এবং ২০১৪ সালে ৯৭ দশমিক ৯২ শতাংশ।

আর এবতেদায়িতে ২০১০ সালে ৭৫ দশমিক ২৬ শতাংশ, ২০১১ সালে ৯১ দশমিক ২৮ শতাংশ, ২০১২ সালে ৯২ দশমিক ৪৫ শতাংশ, ২০১৩ সালে ৯৫ দশমিক ৮ শতাংশ এবং ২০১৪ সালে ৯৫ দশমিক ৯৮ শতাংশ।

২০১১ সাল থেকে গ্রেডিং পদ্ধতিতে খুদে শিক্ষার্থীদের সমাপনীর ফল দেওয়া হচ্ছে। আগে এ পরীক্ষার সময় দুই ঘণ্টা থাকলেও ২০১৩ সাল থেকে পরীক্ষার সময় আধ ঘণ্টা বাড়িয়ে আড়াই ঘণ্টা করা হয়।